হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

এলজিইডি ভবন (লেভেল-১১) আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

Tel : 880 2 58155581; 880 2 58151387; Fax: 880 2 58155581, Email: pd.hfmlip@lged.gov.bd;
For more information visit:http://www.lged.gov.bd/ProjectLibrary.aspx?projectID=290

আমাদের ঐক্য আমাদের সংগঠন
আমাদের সংগঠন আমাদের শক্তি
আমাদের জলাভূমি আমাদের সম্পদ
আমাদের সম্পদ আমাদের উন্নয়ন
আমাদের উন্নয়ন দেশের উন্নয়ন

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

নভেম্বর, ২০১৭

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

১.০ কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১
২.০ প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রমের প্রাথমিক জরিপ ১
৩.০ সুফলভোগী নির্বাচন পদ্ধতি ১
৩.১ সুফলভোগী ১
৩.২ প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য এলাকা নির্বাচন ২
৩.৩ মালিকানার ধরণ ২
৪.০ অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ণ ২
৫.০ সুফলভোগী দলের আকার ও কাঠামো ৩
৬.০ সুফলভোগী দল গঠন পদ্ধতি ৩
৬.১ দল গঠনের পদক্ষেপসমূহ ৩
৬.২ প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষী দলের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৩
৭.০ নির্বাচিত সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রারম্ভিক তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ পরিচালনা ৪
৮.০ সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ৪
৯.০ মূলধন সংগ্রহ/পুঁজি গঠন ৫
১০. প্রাক্কলন তৈরী, অনুমোদন ও অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া ৫-৬
১১. সুফলভোগীদের জন্য পরিচিতি ও ইনপুট কার্ড প্রদান ৬
১২. লভ্যাংশ বন্টন ৭
১৩. কার্যক্রমের মেয়াদকাল ৮
১৪. কর্মপদ্ধতি ৮
১৫. সাইনবোর্ডে যা উপস্থাপিত হবে ৮
১৬. প্রতিবেদন তৈরী ও প্রেরণ ৮

কারিগরি অংশ

১. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ৯
২. প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছ উৎপাদন হ্রাসের কারণ ৯
৩. প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ বলতে কি বুঝায় ১০
৪. প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষের সম্ভাবনা ১১
৫. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ১১
৬. প্রাকৃতিক মাছ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ১৪
৭. মাছ চাষ কার্যক্রম ১৫

সংযোজনীঃ ১-৮

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য সম্ভাব্য সুফলভোগী ও উপযোগী জলাশয়ের জরিপ (সংযোজনী -১) ১৮
প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত সুফলভোগীদের অগ্রাধিকার তালিকা (সংযোজনী -২) ১৯
প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দল গঠন (সংযোজনী -৩) ২০
প্লাবনভূমিতে জলাশয়ের মালিক / ইজারা দাতা ও সুফলভোগীর মধ্যে চুক্তিপত্র(সংযোজনী -৪) ২১
প্রকল্প ও সুফলভোগীর মধ্যে চুক্তিপত্র (সংযোজনী -৫) ২২
প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (সংযোজনী -৬) ২৩
আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রারম্ভিক তথ্য সংগ্রহ ছকপত্র (সংযোজনী -৭) ২৪-২৭
প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ সংক্রান্ত বাজেট ও উৎপাদন পরিকল্পনার ছক(সংযোজনী -৮) ২৮-৩০

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

১.০ কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

সুফলভোগী নির্বাচনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র ও দুঃস্থ্য মহিলা মৎস্য চাষী ও মৎস্যজীবি জনগোষ্টিকে সার্বিকভাবে সহায়তা করা। তাছাড়া অভীষ্ট সুফলভোগী নির্বাচনের উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

- দরিদ্র ও দুঃস্থ্য মহিলা মৎস্য চাষী ও মৎস্যজীবি জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা;
- উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সরাসরি অংশগ্রহণ এবং তাদের মধ্যে মালিকানাবোধ উন্নয়নের বিষয় নিশ্চিতকরণ;
- অন্ন বস্ত্রহীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করণ;
- ন্যায় ভিত্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে নারী-পুরুষের কাজ করার ব্যাপারে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অনুপ্রাণিতকরণ;
- কাজের মন্দা সময়ে দরিদ্র শ্রেণীর জন্য বিকল্প আয়ের সংস্থান নিশ্চিতকরণ;
- বৃহৎ পরিসরে কাজে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন করা।

২.০ প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রমের প্রাথমিক জরিপ ঃ

কার্যক্রমের অভীষ্ট সুফলভোগী নির্বাচন করতে হলে প্রথমেই নির্ধারিত প্রকল্প এলাকায় কি পরিমাণ ও কি ধরণের প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষের উপযোগী জলাশয় রয়েছে তা বিস্তারিত ভাবে জানা একান্ত প্রয়োজন। আর সে কারণেই প্রথমে প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান জলাশয় গুলো জরিপ করে রিসোর্স ম্যাপ তৈরি করতে হবে **(সংযোজনী -১)**। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের কমিউনিটি রিসোর্স ম্যানেজম্যান্ট কো-অর্ডিনেশন এক্সপার্ট এর নেতৃত্বে প্রকল্পের এফএস (মৎস্য), এসএমএস (মৎস্য) এবং এসও (মৎস্য) প্রাথমিক জরিপ কাজ সম্পাদন করবে। তালিকা প্রণয়নকালে গ্রামের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রতিটি জলাশয়ের পাড়ে জরিপকারী দলের প্রতিনিধিকে যেতে হবে এবং গভীরভাবে জলাশয়ের অবস্থা, মালিকানা, উৎপাদনশীলতা ও পারিপার্শ্বিতকা সুচারুভাবে পর্যবেক্ষণ পূর্বক জলাশয়ের মালিকের সাথে আলাপ আলোচনা করে কাংক্ষিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।

৩.০ সুফলভোগী নির্বাচন পদ্ধতি

প্রকল্পের কাংখিত ফলাফল অভীষ্ট জনগনের মাঝে পৌছে দেয়াই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। আর সে কারণেই কার্যক্রমের সফলতার জন্য নির্ধারিত সুফলভোগী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের লক্ষ্যে কাংখিত সুফলভোগী নির্বাচনের জন্য সম্পাদিত জরিপের তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত নীতিমালা মোতাবেক প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই করেই প্রকৃত সুফলভোগী নির্বাচন করতে হবে।

৩.১ সুফলভোগী ঃ

- সুফলভোগীকে দরিদ্র মৎস্য চাষী অথবা মৎস্যজীবি হতে হবে। এক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের আইডি কার্ডধারী মৎস্যজীবিদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

- সুফলভোগীকে উপ-প্রকল্প এলাকার নির্বাচিত প্লাবনভূমির সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা গ্রামসমুহের অধিবাসী হতে হবে এবং তার পরিবারের কাউকে মৎস্য আহরণ বা মৎস্য চাষ বিষয়ক কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
- সুফলভোগীকে অবশ্যই প্লাবনভূমিতে মাছ চাষে আগ্রহী হতে হবে এবং প্রকল্পের নির্দেশনা অনুসরণ পূবর্ক প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ করতে হবে;
- দলগতভাবে মাছ চাষে কোন প্রকার আপত্তি থাকা চলবে না এবং দলের অন্যান্য সকল সদস্যদের ন্যায় সমহারে প্রাথমিক বিনিয়োগ ও শ্রম প্রদানে ইচ্ছুক থাকতে হবে;
- শারীরিকভাবে কর্মক্ষম, পূর্ণ বয়স্ক এবং কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহী হতে হবে;
- একটি পরিবার হতে শুধুমাত্র এক জন সুফলভোগী বিবেচনা করা হবে;
- সুফলভোগীর বসতভিটা ছাড়া সর্বোচ্চ ২ একরের উর্দ্ধে ফসলী জমি থাকতে পারবেনা এবং বাৎসরিক আয় ৬০,০০০/- টাকার অধিক হবে না;
- সংশ্লিষ্ট পরিবারের কোন সদস্য বিদেশ থেকে অর্থ পাঠালে তাদেরকে বিবেচনা করা যাবে না।

৩.২ প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য এলাকা নির্বাচন ঃ

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো বিবেচনায় রাখতে হবেঃ

- নিচু এলাকা যেখানে বছরে অন্তত ৪-৬ মাস পর্যন্ত ৩-৭ ফুট পানি থাকে;
- চাষের এলাকার কিছু অংশে নালা, গর্ত বা কুয়া থাকলে ভাল হয়, যাতে শুষ্ক মৌসুমে প্রাকৃতিক মাছগুলো আশ্রয় নিতে পারে;
- নদী বা খালের সাথে সংযোগ থাকলে ভাল, যাতে বর্ষার শুরুতে পানি ঢুকানো এবং মাছ ধরার সময় সহজেই পানি বের করে দেয়া যায়;
- দুই বা তিন দিকে সড়ক, বাঁধ বা গ্রাম দ্বারা বেষ্টিত এরূপ এলাকা হলে ভাল, যাতে সামান্য বাঁধ নির্মাণ করেই মাছ চাষের উপযোগী করা যায়;
- যে কোন আয়তন বিশিষ্ট জলাভূমিতেই এ পদ্ধতিতে মাছ চাষ সম্ভব, তা এক হেক্টর বা কয়েক হেক্টর যাই হোক না কেন।

৩. ৩ মালিকানার ধরণ ঃ

- প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য সাধারণত ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি নির্বাচন করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ মোতাবেক মালিকানা ও মালিকানার হার নির্ধারণ করতে হবে;
- প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সুফলভোগী হিসাবে জমির অংশীদারিত্ব অনুযায়ী প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী লভ্যাংশ বিতরণের পরিমাণও ঠিক করে নিতে হবে। পরস্পরের মাঝে সমঝোতার ভিত্তিতে এ বিষয়ে সকলে দলগত ভাবে প্রস্তাবিত জায়গায় প্লাবনভূমিতে মাছ চাষে সম্মত রয়েছেন মর্মে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;
- দরিদ্র ভূমিহীন মৎস্যজীবিদেরকে এ জাতীয় কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করণের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

৪.০ অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ণ ঃ

সুফলভোগী নির্বাচনের লক্ষ্যে **সংযোজনী - ২** মোতাবেক একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ণ করতে হবে। প্রকল্পের কমিউনিটি রিসোর্স ম্যানেজম্যান্ট কো-অর্ডিনেশন এক্সপার্ট এর নেতৃত্বে প্রকল্পের এসএমএস (মৎস্য) উক্ত অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ন করবে।

৫.০ সুফলভোগী দলের আকার ও কাঠামো ঃ

প্রতি একর আয়তন বিশিষ্ট প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য ২-৩ জন সুফলভোগী সদস্য থাকতে পারে। তবে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় এ সদস্য সংখ্যা পরিবর্তন যোগ্য । একটি প্লাবনভূমিতে কার্যক্রমের জন্য একটি মাত্র সুফলভোগী দল থাকবে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দলের মোট সদস্য সংখ্যার ৩০ শতাংশ অবশ্যই মহিলা হতে হবে। সুফলভোগী দলের সকল সদস্য বিনিয়োগ ও শ্রম প্রদানে সমানভাগে অংশীদার হবে এবং পাশাপাশি লভ্যাংশ অর্জনেও অনুরূপ সমতা থাকবে। তবে বেসরকারী মালিকানাধীন প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে জমির অংশীদারিত্ব ও বিনিয়োগের হারাহারি হিসেবে লভ্যাংশ ভোগ করবে। দল পরিচালনার সুবিধার্থে সুফলভোগী দলকে একটি কার্যকরি কমিটিতে রূপ দেয়া যেতে পারে যা প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসেবে বিবেচিত হবে (FPFCMC)। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭ - ১১ জন থাকতে পারে। তম্মধ্যে কোষাধ্যক্ষ পদটি মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এগার সদস্য বিশিষ্ট সুফলভোগী দল হলে কমিটির কাঠামো নিম্নরূপ হতে পারেঃ

সভাপতি	১জন
সম্পাদক	১জন
কোষাধ্যক্ষ	১জন (মহিলা)
সদস্য	৮জন (৩জন মহিলা)
মোট	**১১ জন**

৬.০ সুফলভোগী দল গঠন পদ্ধতি

৬.১ দল গঠনের পদক্ষেপসমূহ

প্রতিটি প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রমের জন্য একটি দল থাকবে। দলের নাম হবে ------------- প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দল (Flood Plain Fish Culture Group), (FPFCG) **সংযোজনী -৩**।

- প্রতি একর জলাশয়ের জন্য ২-৩ জন সুফলভোগী নির্বাচিত হবে। এসব সুফলভোগীই প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দলের সাধারণ সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবে;
- প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দলের সাধারণ সদস্যদের সরাসরি গোপন ভোটের মাধ্যমে প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষী ব্যবস্থাপনা কমিটি (Flood Plain Fish Culture Management Committee), (FPFCMC) নির্বাচিত হবেন। সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে দলের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে খাতাপত্র ও প্রতিবেদন তৈরীর প্রয়োজনীয় অক্ষর জ্ঞান থাকতে হবে।

৬.২ প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষী দলের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

সদস্যদের দায়িত্ব

- দলের নিয়মনীতি সমূহ মেনে চলা;
- কাজসমূহের গুণগত মান ঠিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা;
- প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করা।

সভাপতির দায়িত্ব

- প্রকল্পের স্বার্থে কাজের চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করা;
- অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে একই মজুরীতে কাজ করা;

- সদস্যদের মধ্যে কাজ বন্টন করা এবং কাজ পর্যবেক্ষণ করা;
- সকল সদস্য / সদস্যাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন করা;
- দলকে নেতৃত্ব প্রদান করা।

সম্পাদকের দায়িত্ব

- প্রকল্পের স্বার্থে কাজের চুক্তিনামায় যৌথ স্বাক্ষর (সভাপতি সহ) করা;
- চুক্তিনামার শর্ত মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন করা;
- অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় একই মজুরীতে কাজ করা এবং সকল সদস্যেদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- নেতৃত্ব প্রদানে সভাপতিকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা;
- সদস্যদের মাঝে কাজের সমন্বয় সাধন করা;
- প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাকে সকল সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা।

কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব

- সংগঠনের যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা;
- সংগঠনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার আলোকে বিস্তারিত বাজেট প্রস্তুত করা এবং তা অনুমোদন করানো;
- সংগঠনের সদস্যদের নিয়মিত চাঁদা, সঞ্চয়, অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত আয়, অনুদান ইত্যাদি নির্ধারিত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা এবং নিয়মিত ভাবে উক্ত রেজিষ্টারে সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদকের ও প্রকল্পের মাঠকর্মীর প্রতিস্বাক্ষর নেয়া;
- প্রতি ছয় মাস অন্তর সংগঠনের বিভিন্ন হিসাব বিবরণী তৈরী করা এবং তা সাধারণ সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন করানো;
- সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথভাবে ব্যাংক হিসাব/তহবিল লেনদেন বা পরিচালনা করা।

৭.০ নির্বাচিত সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রারম্ভিক তথ্য সংগ্রহ বিষয়ক জরিপ পরিচালনা

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম হলো দরিদ্র ও দুঃস্থ্য জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় প্রাণীজ আমিষের যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র পীড়িত জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়ন করা। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জনগনের জীবনমান উন্নয়নের যে ধারা সূচিত হবে, তা যাচাই করে দেখার জন্য সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রারম্ভিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা অতীব প্রয়োজন। এতদলক্ষ্যে **সংযোজনী -৭** মোতাবেক নির্বাচিত সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রারম্ভিক তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।

৮.০ সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

- প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে সুফলভোগীদেরকে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের উপর নির্ধারিত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী দলীয় ভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। প্রতি দলকে জেলা অনুযায়ী এক দিনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তা বছরে একবারই হবে। এ জাতীয় প্রশিক্ষণ প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য নির্ধারিত জলাশয়ের পাড়েই অনুষ্ঠিত হবে;

- প্রশিক্ষণের আয়োজন, পরিচালনা এবং সুযোগ সুবিধা সার্বিকভাবে প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী অনুসরণ করা হবে;
- প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী এবং সংশ্লিষ্ট এসএমএস (মৎস্য) ও এসও (মৎস্য) গণের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হবে;
- প্রশিক্ষণের বিষয় সূচীতে কারিগরী ও ব্যবস্থাপনা বিষয়, সামাজিক সচেতনতা, নেতৃত্ব উন্নয়ন, সংগঠনের গতিশক্তি / গতিশীলতা, পরিবীক্ষন এবং জেন্ডার ইস্যু অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

৯.০ মূলধন সংগ্রহ/পুঁজি গঠন

মূলধন সংগ্রহের জন্য শেয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। মোট যে পরিমান পুঁজি সংগ্রহ করতে হবে এবং মোট সদস্য সংখ্যার উপর ভিত্তি করে শেয়ার সংখ্যা এবং প্রতিটি শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। যেমন ২০.০০ লক্ষ টাকার পুঁজি সংগ্রহের জন্য প্রতিটি শেয়ার ১,০০০/-টাকা করে ২,০০০ টি শেয়ার বন্টনের মাধ্যমে এ পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির মালিক কতটি শেয়ার ক্রয় করতে পারবেন এবং ভূমিহীনদের জন্য কতিটি শেয়ার সংরক্ষিত থাকবে তা সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে। বাস্তবায়ন কমিটির একাধিক সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে স্থানীয় ব্যাংকে প্রকল্পের নামে একটি ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে। প্রত্যেক জমির মালিক ও ভূমিহীনগণ তাঁদের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ শেয়ারের মূল্য উক্ত ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান করে বাস্তবায়ন কমিটির নিকট ব্যাংক রশিদ জমা দিয়ে শেয়ারের মালিকানা গ্রহণ করবেন। এভাবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুঁজি ব্যাংক একাউন্টে জমা হবে।

১০. প্রাক্কলন তৈরী, অনুমোদন ও অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া

১০.১ প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য জায়গাটি চুড়ান্ত ভাবে চিহ্নিতকরণের পর উপজেলা প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এলজিইডির উপসহকারী প্রকৌশলী/সার্ভেয়ার, প্রকল্পের উপসহকারী প্রকৌশলী, কমিউনিটি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কো-অর্ডিনেশন এক্সপার্ট এবং এসএমএস (মৎস্য) এর মাধ্যমে যৌথভাবে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য প্রাক্কলন তৈরী করবেন। প্রাক্কলনে প্লাবনভূমি উন্নয়ন ও মাছ চাষ কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয়ের বিস্তারিত বিরবণ থাকবে। একই সাথে **সংযোজনী - ৮** এ প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ সংক্রান্ত বাজেট ও উৎপাদন পরিকল্পনা প্রদান করতে হবে।

১০.২ প্রাক্কলন তৈরীর পর তা অনুমোদনের নিমিত্তে জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রেরন করতে হবে। জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এর প্রকল্প সমন্বয়কারী নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে উক্ত প্রাক্কলন চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রেরন করবেন।

১০.৩ প্রকল্প পরিচালক অনুমোদিত স্কীমের বিপরীতে নির্বাহী প্রকৌশলীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দিবেন। নির্বাহী প্রকৌশলী উপজেলা প্রকৌশলীর চাহিদা মোতাবেক উক্ত অর্থ তিন কিস্তিতে চুক্তিবদ্ধ প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দলের একাউন্টে সরাসরি প্রদান করবেন।

১০.৪ প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা দল Flood Plain Fish Culture Management Committee (FPFCMC) এর একাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে সংগঠনের কার্যবিবরনী ও অর্থ চাহিদা উপজেলা প্রকৌশলীর নিকট দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারীর যৌথ সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী FPFCMC এর অনুকূলে অর্থ ছাড় করবেন এবং যথারীতি

প্রকল্প পরিচালককে অবহিত করবেন। চূড়ান্ত কিস্তি প্রদানের পূর্বে ছাড়কৃত অর্থের শতভাগ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

১০.৫ উপজেলা প্রকৌশলী ও প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী এর সুপারিশ ব্যতীত FPFCMC কর্তৃক ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে না মর্মে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকবে এবং তা ব্যাংকে অবহিত করতে হবে। প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী /উপজেলা প্রকৌশলীর মধ্যে একজনের অনুপস্থিতিতে নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমতি ছাড়া একক স্বাক্ষরে অগ্রীম/চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা যাবে না।

১০.৬ প্রতি প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দল এর পাওনা অর্থ সর্বোচ্চ ৩(তিন) কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। সমুদয় অর্থের কিস্তি নিম্নলিখিত বিভাজন মোতাবেক পরিশোধ করতে হবে। তবে, প্রকল্পের কাজ দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষ কিস্তির বিভাজন পরিবর্তন করতে পারবেন।

১০.৭ চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ পরিশোধের পূর্বে প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদন নিতে হবে ।

কিস্তি	অর্থ পরিশোধের পরিমাণ	মোট অর্থ পরিশোধের ক্রমপুঞ্জিত পরিমাণ	ক্রমপুঞ্জিত সম্পাদিত কাজের পরিমাণ
প্রথম (অগ্রীম)	চুক্তিমূল্যের ৬০%	৬০%	৬০%
দ্বিতীয়	চুক্তিমূল্যের ২০%	৮০%	৮০%
তৃতীয় চূড়ান্ত	চুক্তিমূল্যের ২০%	১০০%	১০০%

১০.৮ ব্যাংক হিসাব পরিচালনা

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দলের পক্ষে যে কোন তফসিলভূক্ত ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে এবং নিম্নরূপভাবে তা পরিচালনা করতে হবে।

ক. সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ নামে একাউন্ট পরিচালিত হবে এবং তাদের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন হবে। ব্যাংকের স্থিতি প্রতি মাসে হাল নাগাদ করতে হবে এবং সাধারণ সভায় তা উত্থাপন ও অনুমোদন করাতে হবে।

খ. প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের আয় ব্যয়ের প্রতিবেদন এলজিইডির উপজেলা অফিসে প্রদান করতে হবে। এলজিইডির কোন পর্যবেক্ষন থাকলে তা ১৫ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দলকে জানাতে হবে।

১০.৯ অভ্যন্তরীণ নীরিক্ষা

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রতি বছর প্রকল্প কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নীরিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দলের জন্য মনিটরিং ও অডিট টিম গঠন করা হবে এবং প্রতি বছর প্রকল্প কর্তৃক অডিট করা হবে।

১১.০ সুফলভোগীদের জন্য পরিচিতি ও ইনপুট কার্ড প্রদান

প্রকল্পের খরচে প্রতি সুফলভোগীদেরকে তাদের ছবি সম্বলিত একটি পরিচয় পত্র প্রদান করা হবে। উক্ত পরিচয় পত্রে সুফলভোগীর নাম ঠিকানা এবং প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য যে সমস্ত উপকরণ প্রদান করা হবে তা লিখা থাকবে যার নমুনা নিম্নে প্রদান করা হলো :

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দলের নাম:...................................প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দল
প্লাবনভূমির অবস্থানঃ ---
গ্রাম: ---------------ডাকঘর:------------------ইউনিয়ন:-----------------
উপ-জেলা:---------------------------------- জেলা:------------------------
প্লাবন ভূমির আয়তন -------------------------------- শতাংশ

তারিখ	উপকরণের নাম	একক	পরিমাণ	উপকারভোগীর স্বাক্ষর	বিতরণকারীর স্বাক্ষর
	বাঁশ	সংখ্যা			
	নৌকা	সংখ্যা			
	গুদাম ঘর	সংখ্যা			
	চুন	কেজি			
	সার				
	কম্পোষ্ট	কেজি			
	মাছের খাবার-১ম	কেজি			
	মাছের খাবার-২য়	কেজি			
	মাছের খাবার-৩য়	কেজি			
	মাছের খাবার-৪র্থ	কেজি			
	সিলভার কার্প	সংখ্যা			
	রুই	সংখ্যা			
	কার্পিও	সংখ্যা			
	মৃগেল	সংখ্যা			
	সরপুটি	সংখ্যা			
	গ্রাস কার্প	সংখ্যা			
	মনোসেক্স তেলাপিয়া	সংখ্যা			
	অন্যান্য	সংখ্যা			

পরিচয় পত্র প্রদানকারীর স্বাক্ষর

১২.০ লভ্যাংশ বন্টন

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু দারিদ্র বিমোচন সেহেতু প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ করে দেশের মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সুফলভোগীরা যাতে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে দারিদ্র বিমোচন করতে পারে তৎলক্ষ্যে কর্মকান্ডটি বাস্তবায়নের সময় প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করে সুফলভোগীদের জন্য অধিক লভ্যাংশ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতি বছর মাছ আহরণের পর বিক্রিত টাকা সরাসরি সুফল ভেগীদলের একাউন্টে জমা করতে হবে। মোট টাকা হতে পরবর্তী বছরের জন্য মাছ চাষের সম্ভাব্য খরচ এবং প্রকল্প হতে প্রদানকৃত মূলধনের একটি অংশ ব্যাংক হিসাবে জমা রেখে কার্যক্রমের মোট আয় ও ব্যয়ের হিসাব করে অবশিষ্ট টাকা সদস্যদের মাঝে শেয়ার ভিত্তিক লভ্যাংশ হিসাবে বিতরণ করা যেতে পারে। লভ্যাংশ বিতরণ অনুষ্ঠানে এলজিইডি, মৎস্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

১৩.০ কার্যক্রমের মেয়াদকাল

কার্যক্রমের মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর। নির্বাচিত সুফলভোগীগন বাধ্যতামূলক ভাবে তিন বৎসর প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ করবেন। এতদলক্ষ্যে জলাশয়ের মালিক/ইজারা দাতার সহিত সুফলভোগী দলের মধ্যে জলাশয়টি ৩ বছরের জন্য ইজারা গ্রহনের বিষয়ে চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে। **(সংযোজনী-৪)**।

১৪.০ কর্মপদ্ধতি

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত সুফলভোগীদেরকে জলাশয়ের আয়তন অনুযায়ী প্রথম বছরের জন্য প্রয়োজনীয় মোট খরচের ৬০% (তিন কিস্তিতে দেয়) প্রকল্প হতে প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসর সুফলভোগীগন তাদের নিজ খরচে প্লাবনভূমিতে মাছ উৎপাদন করবেন। এক্ষেত্রে প্রথম বছরের অর্জিত লভ্যাংশের কিছু অংশ ব্যক্তিগত খরচ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। তৃতীয় বছর শেষে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ সুফলভোগীগন ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন। এ বিষয়ে **সংযোজনী-৫** মোতাবেক প্রকল্পের সাথে একটি চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে। তৃতীয় বছর শেষে সুফলভোগীর নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থ পুনরায় প্রকল্প কর্তৃক নির্বাচিত অন্য একদল সুফলভোগীকে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য একই নিয়মে প্রদান করা হবে। উক্ত অর্থের সাহায্যে দ্বিতীয় সুফলভোগীদল ও একই নিয়মে প্লাবনভূমিতে তিন বছর মাছ চাষ করবে। তৃতীয় বছর শেষে একই নিয়মে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় সুফলভোগীদল ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে মর্মে পূর্বের ন্যায় একটি চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে।

১৫.০ সাইনবোর্ডে যা উপস্থাপিত হবে

কাজের শুরুতেই কর্ম এলাকায় ৬০"X৪০"পরিমাপের একটি সাইন বোর্ড নির্দিষ্ট তথ্যসহ স্থাপন করতে হবে, যার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

কর্মকান্ডের নাম :	প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ
সুফলভোগী দলের নাম ঃ	.... প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দল
প্লাবনভূমিতে আয়তনঃ	.... শতাংশ
প্লাবনভূমিতে অবস্থান ঃ	গ্রাম ঃ ইউনিয়ন ঃ উপজেলা ঃ জেলা ঃ
বাস্তবায়কারী সংস্থা	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এলজিইডি। জেলা ঃ

১৬. প্রতিবেদন তৈরী ও প্রেরণ

প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসএমএস (মৎস্য) সমস্ত তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে সংযুক্তি-৬ মোতাবেক প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবরে প্রেরণ করবে এবং নির্বাহী প্রকৌশলী তা প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করবেন।

কারিগরি অংশ

১. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ

প্লাবনভূমি বলতে বন্যা প্লাবিত ভূমি যেখানে একাধারে বছরের ৪-৬ মাস মাছ চাষ উপযোগী পানি থাকে তাকেই বুঝায়। এ ধরনের প্লাবনভূমি আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে যত্রতত্র দেখা যায়। বাংলাদেশে উন্মুক্ত জলাশয়ের শতকরা ৬৮.৯২ ভাগই হচেছ প্লাবনভূমি যার আয়তন প্রায় ২৭.০৪ লক্ষ হেক্টর। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৯০% আহরিত হতো অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয় হতে। বর্তমানে অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয় থেকে উৎপাদিত মাছের শতকরা হার প্রায় ২৮ শতাংশ। বিগত কয়েক দশকের মৎস্য উৎপাদন চিত্র বিশ্লেষনে দেখা যায় যে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের মাছের উৎপাদন বহু গুন বৃদ্ধি পেলেও মুক্ত জলাশয় থেকে মাছের উৎপাদন দিনের পালাক্রমে ক্রমাগতই হ্রাস পাচ্ছে।

উপকূলীয় জেলা এবং পার্বত্য জেলা ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সব জেলাতেই প্লাবনভূমির আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এসব প্লাবনভূমিতে পানির গভীরতা প্রায় ৩-৫ ফুট হয়ে থাকে যার কারণে বর্ষায় এসব জমিতে ধান চাষ হয়না বললেই চলে। তাছাড়া ৪-৬ মাস পানি থাকে বিধায় এসব জলায় মাছ থাকাটাই স্বাভাবিক। সত্তর দশকে এসব জলামগ্ন জমিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। আর সে কারণে তখনই ছিলাম আমরা সত্যিকারের 'মাছে ভাতে বাঙ্গালি'। বাড়ির পাশের ডোবানালা থেকে মাছ ধরে খাওয়াটাই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস ছিল। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে মাছ আহরণ ও নানাবিধ কারণে সে ঐতিহ্য ধরে রাখা যায়নি। ফলে লোভনীয় সব দেশীয় প্রজাতির মাছ যেমন-শোল, বোয়াল, টাকি, কৈ, টেংরা, পুঁটি, মাগুর, মেনি, বাইম ইত্যাদি এখন বিপদের সম্মুখীন। তাই প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনাই কেবল মুক্ত জলাশয়ের মাছ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

২. প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছ উৎপাদন হ্রাসের কারণ

স্বাধীন হওয়ার সময় এদেশের লোক সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি। তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ষোল কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনগোষ্টির পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে উন্মুক্ত জলাশয় তথা প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। যেমন ঃ-

২.১ প্রাকৃতিক কারণ

- নদী নালা ও খাল বিলে পলি জমা ;
- নদ নদীর নাব্যতা হ্রাস ;
- বর্ষকালের স্থায়িত্ব সংকুচিত হওয়া ইত্যাদি।

২.২ মনুষ্যসৃষ্ট কারণ

- খাল বিল ও নদী নালায় অতি মাত্রায় মাছ আহরণ ;
- ছোট ছোট ও ডিম ওয়ালা মাছ নির্বিচারে আহরণ ;
- জলাশয় শুকিয়ে মাছ আহরণ ;
- জলাশয় ভরাট করে বসবাসের বাড়ি বা শিল্প কারখানা গড়ে তোলা ;
- যত্রতত্র বাঁধ নির্মাণ করে মাছের চলাচল পথ বন্ধ করা বা বাধাগ্রস্থ করা ;
- প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংশ করে মাছের বংশ বিস্তার রোধ করা ইত্যাদি ; এবং
- কৃষি জমিতে নির্বিচারে কীটনাশক ব্যবহার।

৩. প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ বলতে কি বুঝায়

একটি প্লাবনভূমি এলাকায় যত লোকের জমি থাকে অর্থাৎ জমির মালিক এবং যে সমস্ত লোক এ প্লাবনভূমিকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করে যেমন- জেলে, দিনমুজুর, ভূমিহীন এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ সকলের অংশগ্রহণে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের যে পদ্ধতি, তাকেই প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছচাষ বলা হয়। এধরনের মাছ চাষে সমাজের সকলস্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে। এতে করে জনগণ কেবল অর্থনৈতিকভাবেই লাভবান হয় না, সমাজ জুড়ে ব্যাপক ইতবাচক পরিবর্তনও সাধিত হয়।

সামাজিক মাছ চাষ কর্মসূচি শুধুমাত্র সামাজভিত্তিক মাছ উৎপাদন নয়। সামাজিক মাছ চাষ কার্যক্রমে স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির কার্যকরী অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট সকলের মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অংশকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এতে কর্মসূচি এলাকার সমাজের মানুষের মধ্যে আত্ম-মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সমাজে বসবাসরত পিছিয়ে পড়া, ভূমিহীন, বিত্তবান ও বিত্তহীন সকলেই সমানভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় অংশীদারীত্বের মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে পারে।

প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষের সুফল

- বন্যা প্লাবিতভূমির সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- স্থানীয় সম্পদ ও পুঁজির সমন্বয় সাধন ;
- মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধমে আমিষের চাহিদা পূরণ;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে দারিদ্র্য বিমোচন ;
- আইন শৃঙ্গখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি;
- সংশ্লিষ্ট ধানী জমিতে ধানের ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস;
- সামাজিক দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য হ্রাস এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি ;
- কম খরচে অধিক মাছের উৎপাদন ;
- অল্প সময়ে অধিক মুনাফা অর্জন;
- অবকাঠামোর উন্নতি; ও
- বাজার ব্যবস্থার উন্নতি।

প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষের ফলে পারিবারিক আয় ক্ষেত্র বিশেষে ১৮৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় যা পারিবারিক আয় বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় যাতে করে স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়ার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্ট ধানী জমিতে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার ফলে উৎপাদন খরচ হ্রাস পায় ও ধানের উৎপাদন ১০-১৫% বেড়ে যায়। কীটনাশকের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার ফলে পরিবেশের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া কমে যায়। বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার পর পানি শুকিয়ে মাছ ধরা হয় না অর্থাৎ স্থানীয় উদ্যোগে ছোট ছোট অস্থায়ী অভয়াশ্রমের মত মাছের প্রাকৃতিক আবাসস্থল গড়ে তোলা হয়। ফলশ্রুতিতে দেশীয় বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সমন্বয়ে প্রজাতি সংরক্ষণের একটি সহায়ক পদ্ধতি গড়ে উঠে।

৪. প্লাবনভূমিতে সমাজভিত্তিক মাছ চাষের সম্ভাবনা

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৭.০৪ লক্ষ হেক্টর প্লাবনভূমি রয়েছে। এসব প্লাবনভূমিতে বর্তমানে মাছ পাওয়া যায় প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৫০ কেজি। এসব বর্ষা মৌসুমে পরিত্যাক্ত বা অনাবাদী হিসাবে পড়ে থাকে এবং শুষ্ক মৌসুমে ধান

চাষ হয়। অর্থাৎ এ গুলো এক ফসলী জমি হিসাবে গণ্য হয়। অতি সম্প্রতি এসব প্লাবনভূমিকে মাছ চাষের আওতায় আনার জন্য একটি নতুন কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষে সবচেয়ে ভাল ফল পাচ্ছে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি এলাকার চাষীরা। মূলতঃ দাউদকান্দি উপজেলার চাষীরাই প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের পথিকৃত। কুমিল্লার মুরাদনগর, তিতাস, হোমনা, চান্দিনা ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় একই পদ্ধতিতে প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের প্রসার ঘটছে। মৎস্য অধিদপ্তরের কারিগরি পরামর্শে দাউদকান্দি উপজেলায় বর্ষায় প্লাবিত জলাশয়ে সামাজিক অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ৪-৬ মাস চাষ ভিত্তিক হেক্টর প্রতি গড়ে প্রায় ২২০০ (২০০২-২০০৩) কেজি মাছ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। কোনো কোনো প্লাবনভূমিতে প্রতি হেক্টরে ৩.০০-৪.০০ মে.টন মাছও উৎপাদিত হচ্ছে। একই সাথে প্রাকৃতিক মাছের প্রজাতি সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন ০.২ মেঃটন/হেক্টরে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। পক্ষান্তরে বর্তমানে প্লাবনভূমি এলাকায় মাছের গড় উৎপাদন ০.২৬৫ মেঃটন/হেক্টর। প্লাবনভূমিকে কীভাবে মাছ চাষের খনি বানানো যায় সে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সারাদেশ থেকে উৎসাহী লোকজন ভিড় জমাচ্ছে এসব এলাকায়। একই অভিজ্ঞতা নিয়ে যশোরের ভবদহ অঞ্চলের অধিবাসীরা ভবদহের দুঃখ হিসেবে খ্যাত তাদের জলাবদ্ধ এলাকাকে এখন মাছের খনিতে রূপান্তরিত করেছে। এছাড়া রাজশাহী, নাটোর, গাইবান্ধা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ এবং গাজীপুর জেলাতেও প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের প্রসার ঘটেছে। যদি পর্যায়ক্রমে ৫০% প্লাবনভূমিতে পরিকল্পিতভাবে সামাজ ভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা যায় তাহলে শুধুমাত্র এ উৎস থেকেই অতিরিক্ত প্রায় ৩০.০০ লক্ষ মেঃটন (হেক্টর প্রতি ২.৩ মেঃটন+ প্রাকৃতিক মাছের প্রজাতি সংরক্ষনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন ০.২ মেঃটন /হেক্টর = ২.৫ মেঃটন/ হেক্টর) অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন করা সম্ভব, যা বর্তমানে দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৮৫%। আর সে কারণেই বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের বিস্তৃত প্লাবনভূমিতে সমাজ ভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম গ্রহন করা অতীব জরুরী। এজন্য প্রয়োজন প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ উপযোগী অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও প্রনোদনামূলক (Motivation) কার্যক্রম গ্রহণ। আর এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীন জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ গ্রামীন অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী অবদান রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। আর তাই প্লাবনভূমিতে কার্যকর দল গঠনের মাধ্যমে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ দারিদ্র বিমোচনের অন্যতম কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৫. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো

সামাজভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচী শুরুর প্রারম্ভেই এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা করতে হবে। পরিকল্পনায় কোন কোন রাস্তা অন্তর্ভূক্ত হবে, বন্যা পরিস্থিতি কেমন হতে পারে, ব্যবস্থাপনা সুবিধা কতটুকু পাওয়া যাবে, শুষ্ক মৌসুমে পানির যোগান কেমন থাকবে, কৃষি জমির ফসলের জন্য কোন সময় পানি সরিয়ে দিলে চলবে, বাজারজাতকরণ সুবিধা কেমন পাওয়া যাবে, এ সকল যাবতীয় বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও সমস্যা সমাধানের উপায় সমন্ধে নির্দিষ্টভাবে আলোচনা করতে হবে এবং তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পনার লক্ষ্য থাকবে টেকসই, অল্প খরচ, ঝুঁকিহীন, কমিউনিটির সর্বাধিক সুবিধা প্রাপ্তি এবং মাছ চাষের ব্যবস্থাসহ প্রাকৃতিক মাছ সংরক্ষণের সর্বাধিক উপযোগী একটি লাভজনক কর্মসূচি গ্রহণ করা। অতএব কম সংখ্যা/পরিমানে অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। প্লাবনভূমিতে সামাজভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচিতে যে ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ প্রয়োজন হতে পারে তা হলো- ১.বাঁধ ও রিজার্ভার, ২.কালভার্ট,স্লুইচ গেট, লোহার নেট, ৩. অভয়াশ্রম / মাছের প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য সাংবার্ষিক জলাশয় তৈরী।

অবকাঠামো নির্মাণে প্রধান বিবেচ্য বিষয়

১. প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান

নদীর সাথে সরাসরি সংযোগ আছে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন এলাকায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হলে সাধারণ বন্যাকে বিবেচনা করেই বাঁধের উচ্চতা ও বেজ নির্ধারণ করা উচিৎ। এলাকার বিভিন্ন স্থাপনা বা বৃক্ষের কোন পর্যায়ে বিভিন্ন বন্যায় পানি উঠেছিল তা নিয়ে আলোচনা করলেই পানির উচ্চতা জানা যাবে। অধিক সতর্কতার জন্য অস্বাভাবিক বন্যা মোকাবেলায় প্রথম বছর ব্যয় সংকোচন করে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করে রাখা উচিৎ।

২. পানির চাপ, বাতাসের গতিবিধি

খাল/ নালার অবস্থান বিবেচনা করলেই কর্ম এলাকার কোন অংশে পানির চাপ, বাঁধের কোথায় গুরুত্ব দিতে হবে তা বোঝা যায়। দক্ষিণ দিক থেকে বাতাসে বৃহদাকার বদ্ধ এলাকায় বেশী ঢেউ হবে ফলে বাঁধের ক্ষয় হবে এবং বাঁধ ভেঙ্গে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। সরাসরি পূর্ব-পশ্চিম বাঁধ উপেক্ষা করা ভাল। নিতান্ত প্রয়োজন হলে এ বাঁধ মজবুত এবং রক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩. বাঁধের কারণে আশেপাশে জলবদ্ধতা

সামাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় বাঁধ নির্মানের ফলে আশে পাশের এলাকায় যাতে জলবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৪. বর্ষাকালীন যাতায়াতের গুরুত্ব

বাঁধ যাতে সর্বাধিক যাতায়াত সমস্যা মিটাতে পারে সেটাও বিবেচনায় নিতে হবে। অবশ্য এ দিকটা দেখতে গিয়ে মূলধন বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসূচিকে অলাভজক করা যাবে না বরং ভবিষ্যতে কর্মসূচির লাভ থেকে এ ধরনের কল্যানমূলক কাজের জন্য বাজেট বরাদ্দ রেখে পরিকল্পনা করা উচিৎ।

নির্মাণ পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়

অবকাঠামো পরিকল্পনায় সব সময় জনগোষ্ঠির সর্বোচ্চ সামাজিক সুবিধা বিধানের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বাঁধ/ কালভার্ট বা স্থাপনা জনিত ব্যয় কর্মসূচির মোট মূলধন ব্যয়ের ৪০% নিচে রাখতে পারলে খুব ভালো হয়। কর্মসূচির জন্য যত কম দীর্ঘ বাঁধ দেওয়া যায় তত ব্যয় সাশ্রয় হয়। এ জন্য সামাজভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচির স্থান নির্বাচনে চার পাশে সরকারী রাস্তার অবস্থান, গ্রামগুলোর অবস্থান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিৎ। সরকারী রাস্তা ও গ্রামগুলো একটির সাথে আরেকটির সংযোগ করে কম খরচে বাঁধ করা যায়। গ্রামগুলো অনেক দূরে দূরে অবস্থান করলে, বাধের জন্য খরচ বোশী হয়ে যাবে। কর্ম এলাকার আয়তন খুব বেশী বড় হলে ব্যবস্থাপনায় সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট জমির মালিকদের সম্মতকরণ

কর্মসূচির আওতায় সকল জমির মালিকের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের সম্মতিপত্র সংগ্রহ করতে হবে। কখনও জোর জবরদস্তি করা যাবে না। প্রত্যেক জমির মালিকের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা দিতে হবে। মাটি কাটা এবং বাঁধ নির্মাণে ফসলের ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দিতে হবে। বাঁধ নির্মাণের আগে বাঁধের জমি ও বাঁধের জন্য মাটি কাটার জমিগুলো চিহ্নিত করে খঁটি পুঁতে দেওয়া উচিৎ। এতে করে যাদের জমি তারা অসম্মত থাকলে প্রতিবাদ

করবে। তখন তাদের সাথে আবার বসতে হবে, বোঝাতে হবে। যাদের জমি কাটা যাবে বা বাঁধের নিচে যাদের জমি যাবে মালিকানা হারাবে এমন অমূলক ভয়ে কেউ কেউ অসম্মত থাকতে পারে। এদের সাথে বারবার সভা করে পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে, কর্মসূচির আওতায় জমি গেলে কৃষকদের জমির মালিকানায় এতটুকুও পরিবর্তন ঘটে না বরঞ্চ বাঁধের নিচে যাদের জমি যাবে তাদের মুনাফা অন্যান্যদের তুলনায় বেশী হবে। কর্ম এলাকার বাঁধে বনায়ন করলে তার একটা ভালো হিস্যা পাওয়া যায় যা তাদের জন্য আরেকটি অতিরিক্ত লাভ। পুরাতন ডোবা, পুকুর বা খালগুলোর প্রাক ৩ বছরের আয়ের গড় হিসাব করে ক্ষতিপূরণ পরিশোধের নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং মালিকদেরকে সম্মত করে কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে ফসলের ক্ষতিপূরণ কর্মসুচির একটি উৎপাদন ব্যয়ই বটে।

অবকাঠামো নির্মাণ

বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ

বন্যা নিয়ন্ত্রন বা সেচ প্রকল্প, কৃষি প্রকল্প, মাছ চাষ প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়নে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রধানত বাঁধ নির্মাণ করা হয়। সুতরাং বাঁধ নির্মাণের জন্য কিছু কিছু কারিগরি দিক বিশেষভাবে গুরুত্ব সহকারে নজর দেয়া দরকার। অন্যথায় সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। তাই বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে-

- বাঁধ নির্মাণকালে বাঁধের উচ্চতা নূন্যতম পানির উচ্চতা থেকে ২/৩ ফুট উপরে রাখতে হয়। উচ্চতা, মাটির প্রকারভেদ বা ভৌগলিক অবস্থানভেদে বাঁধের স্লোপ/ঢাল ৩ঃ১, ২ঃ১ বা ১ঃ১ হতে পারে। উচ্চতা বেশী হলে অনেক সময় দুই বা ততোদিক ধাপে বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এতে বাঁধের স্থায়ীত্ব বাড়ে। চাঁদি বা টপ ১০ ফুটের উপরে হওয়া যুক্তিযুক্ত;
- বাঁধ হতে মাটি কাটার গর্ত বা বরোপিটের দূরত্ব সাধারণত ১০ ফুট রাখা উচিৎ। তবে বাঁধের উচ্চতা স্লোপ এর উচ্চতার সাথে মিল রেখে কম বেশী হতে পারে। সাধারণত বাঁধের চালের সমান বরোপিটের ঢাল রাখা প্রয়োজন বা নূন্যতম ১ঃ১ রাখতে হবে;
- বাঁধের কাজ এপ্রিল মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে। এপ্রিল মাসের শেষার্ধ থেকেই বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা প্রচুর। বৃষ্টি শুরু হলে বাঁধের কাজ বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া এ সময় মাটির কাজের শ্রমিক পাওয়া যায় না এবং মজুরীও বেশী পড়ে যায়;
- মাটি কাটার কাজের শ্রমিকদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিয়ে কাজ করাতে হবে। প্রতিটি দলের কাজ একজন সুপারভাইজার (বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য) তদারকি করবেন। চুক্তি ভিত্তিক কাজ করনো ভালো। এতে করে নিজেদের নির্দেশনায় মজবুত বাঁধ করা সম্ভব;
- বাঁধের মাটি পিটিয়ে এবং খুঁচিয়ে যতদূর পারা যায় কমপ্যাক্ট করে নিতে হবে। বাঁধ বা বাঁধের ঢালের স্থায়ীত্বের জন্য প্রয়োজনে ঢাল প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। কর্মসূচিভুক্ত এলাকায় বাঁধের উচ্চতা, ডালে পানি প্রবাহের ধরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের প্রতিরক্ষামূলক কাজ যেমন, টারফিং (ঘাস লাগানো) ইটের ম্যাট্রিসিং আর, সি, সি ব্লক ম্যাট্রেসিং ইত্যাদি করানো যেতে পারে;
- কর্মসূচি বাস্তবায়ন কাজে বাঁধের ব্যবহার সঠিকভাবে নিশ্চিতকরণে বাঁধের ঢাল, উচ্চতা ঠিকমত বজায় রাখার জন্য সময় সময় প্রয়োজনীয় মেরামত করতে হয়। এছাড়া প্রতিরক্ষামূলক কাজের স্থায়ীত্বের জন্যও মেরামত ও রক্ষাণাবেক্ষণ করতে হয়। তাই উক্ত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য

নিয়মিত ভাবে বাৎসরিক /সাময়িক রক্ষাণাবেক্ষণ কাজ করানো দরকার। এর ফলে বাঁধের স্থায়ীত্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

কালভার্ট নির্মাণ

সামাজভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচিতে একটি বিশাল প্লাবনভূমিকে বাঁধ দিয়ে একটি বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত করা হয়। বাঁধ বা রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার অনুকূলে আনা হলেও যেখানে সামাজভিত্তিক মাছ চাষ হয়নি বা করা সম্ভব নয়, সেখানে কৃষি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বন্যার পানির ব্যাপক প্রয়োজন রয়েছে। তাই পানির সহজ গতি ধারাকে ব্যাহত করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া সামাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় অনেক সময় পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই বাঁধের মধ্যে সহজে পানি নিষ্কাশনের সুবিধাজনক স্থানে এক বা একাধিক স্লুইচ গেটসহ কালভার্ট নির্মাণের প্রয়োজন হতে পারে। কালভার্টগুলো কয়েক রকমের হতে পারে- যেমন বক্স কালভার্ট, আর, সি,সি পাইপ কালভার্ট, অথবা প্লাষ্টিক পাইপ নিষ্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি। সুষ্ঠুভাবে এগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কালভার্টের অবস্থান, ডিজাইন ও বাজেট প্রনয়ন করিয়ে নেয়া উচিৎ। কালভার্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ-

- কৃষকের প্রয়োজনে ডিসেম্বর মাসে অতি দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুবিধা রাখতে হবে। আশে পাশের খাল বা নদীর দিকে কালভার্ট থাকা বাঞ্চনীয়। অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে একদম খালের পাড়ে যেন কালভার্ট না করতে হয়। এমন হলে মধ্য বর্ষায় প্রচন্ড পানির চাপ ও এর উপরের মাটির চাপে কালভার্ট ধ্বসে যেতে পারে;
- কালভার্ট ও স্লুইচগেট ডিজাইন দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে যাতে কালভার্ট মজবুত হয় এবং গেট সহজে পরিচালনা ও রক্ষাণাবেক্ষণ করা যায়। স্থাপনাগুলোর জন্য উচ্চ মান সমপন্ন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা উচিৎ। ব্যয় সংকোচন করার জন্য এগুলো কমদামী নেয়া কোনক্রমেই যুক্তি যুক্ত নয়;
- কালভার্টের মুখে সঠিক ব্যাসের লোহার নেট স্থাপন করতে হবে, যাতে সহজে প্রাকৃতিক ভাবে মাছের রেনু চলাচল করতে পারে এবং মজুদ সাইজের পোনা বেরিয়ে যেতে না পারে;
- ব্যয় সাশ্রয়ী কালভার্ট তৈরীর পরিকল্পনা করা উচিৎ যাতে কর্মসূচির ব্যয় বেড়ে না যায়;
- যেখানে পানি নিষ্কাশনের ব্যাপক প্রয়োজন নেই বা নির্বাচিত এলাকা বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধের মধ্যে আবস্থিত সেখানে খরচ সাশ্রয়ের জন্য ১০ ইঞ্চি প্লাষ্টিকের পাইপ খুব সামান্য ইটের কাজ করে বসিয়ে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যায়।

৬. প্রাকৃতিক মাছ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ

অনেকের ধারণা প্লাবনভূমিকে বন্ধ জলাশয় পরিনত করে তাতে মাছ চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রাকৃতিক মাছের বিনাশ সাধন করা হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে বিষয়টি মোটেই সেরূপ নয়। প্রাকৃতিক মাছ বা জীব বৈচিত্র বিনষ্টের জন্য যে কারণগুলো দায়ী তা হলো-

- মাছের আবাস স্থলের সংকোচন ও অবক্ষয়
- অতি আহরণ
- বিদেশী মৎস্য প্রজাতির বিস্তার
- পরিবেশ দূষণ ও
- জলাবায়ুর পরিবর্তন

জীববৈচিত্র রক্ষায় প্লাবনভূমিতে সামাজভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। কারণ প্লাবনভূমিতে বিদ্যমান পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার জলজ প্রাণীর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে এবং নিয়ন্ত্রিত অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অতি আহরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। সকলের মালিকানা ও অংশগ্রহণের কারণে পরিবেশ দূষণ রোধ করা যায়। জলাবায়ুর পরিবর্তনে, খরায় পানি শুকিয়ে গেলে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা করেও প্রাকৃতিক মাছের সংরক্ষণ করা যায়।

প্লাবনভূমির সামাজভিত্তিক মাছ চাষ কর্মসূচিতে নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলে প্রাকৃতিক মাছ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ কার্যক্রম বেগবান হবে:-

- প্রাকৃতিক মাছ সংরক্ষণ ও জীব বৈচিত্র রক্ষা বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে এলাকার জনগোষ্ঠিকে সচেতন করে তুলতে হবে;
- কালভার্ট, স্লুইচগেট এমন লেভেলে করা উচিৎ যাতে প্রয়োজনে পানি নিষ্কশন যেমন হবে তেমনি বর্ষার প্রারম্ভে যখন প্রাকৃতিক মাছের রেনু পানির উপরি স্তরে ভেসে চলে তখন যেন সহজে প্রকল্পে ঢুকতে ও বেরুতে পারে;
- কালভার্টের মুখের লোহার নেটের ফাশ (mesh size) যেন রেনু পোনার চলাচল যোগ্য হয়;
- মাছ যেন পানি শুকিয়ে ধরা না হয়;
- কর্ম এলাকার মধ্যে একাধিক ডোবা বা গর্তকে প্রয়োজন মাফিক গভীর করে অভয়াশ্রমে পরিণত করতে হবে যাতে প্রাকৃতিক মাছের প্রজনন ধারা অব্যাহত থাকে। যে সকল মাছ এলাকায় বিলুপ্তির পথে সে মাছগুলোকে সর্তকতার সাথে সংরক্ষণ করে বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে অনুরূপ প্রজাতির মাছ বাহির থেকে এনে মজুদ করতে হবে।

সামাজভিত্তিক মাছ চাষ ব্যবস্থাপনায় প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। দাউদকান্দি মডেলের পানকৌড়ি প্রকল্পে প্রতি বছর ৮০০ মনের অধিক বিভিন্ন জাতের প্রাকৃতিক মাছ যথা- কই, শিং, মাগুর, শোল, টাকি, মলা, ঢেলা, ট্যাংরা, চাদা, খলিশা, দেশী পুটি, ফলি, আইড়, ইত্যাদি আহরিত হয়। প্রকল্পের বিভিন্ন স্থানের ডোবা বা পুকুরগুলোতে দীর্ঘ সময়ের জন্য এসব মাছের জাত সংরক্ষিত হয়।

৭. মাছ চাষ কার্যক্রম

অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শেষ হলে পরিচালনা পরিষদ বিভিন্ন উপকমিটির মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করবেন:-

১. জমি চাষ দেওয়া ও চুন প্রয়োগ

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে এপ্রিল-মে মাসে বর্ষা-প্লাবিত হওয়ার আগে ধান কেটে নেওয়ার পর পরই জমিতে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে ধান কাটার পর জমিতে চাষ দিয়ে ১সপ্তাহ রৌদ্রে শুকানো যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে জমি চাষ করার পর চুন প্রয়োগ করতে হবে।

২. সার প্রয়োগ

চুন প্রয়োগের ৩-৪ দিন পরে প্রতি শতাংশে ৫-৭ কেজি হারে গোবর সার প্রকল্প এলাকায় ছড়িয়ে দিতে হবে। বৃষ্টি হলে অথবা স্লুইস গেইট দিয়ে পানি ঢুকানোর পরে শতাংশ প্রতি ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম হারে

টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে টিএসপি সহজে গলে না। টিএসপি আগের দিন রাতে ভিজিয়ে রেখে ইউরিয়ার সাথে মিশিয়ে তরল করে সমগ্র এলাকায় প্রয়োগ করতে হবে।

৩. প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পোনা মজুদের পূর্বে প্লাবনভূমিতে পোনার উপযোগী খাদ্য তৈরি করে নিতে হবে। এ জন্য মজুদের পূর্বে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা আবশ্যক। প্লাবনভূমিতে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক খাদ্য মজুদ থাকলে পানির রং বাদামী, সবুজ বা হালকা বাদামী হয়। তাছাড়া হাত, গ্লাস ও সেকি ডিস্ক এর সাহায্যে প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাচুর্যতা পরীক্ষা করা যেতে পারে।

৪. পোনা মজুদ

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে মজুদকৃত পোনার গুণগতমান, আকার ও সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের সময়কাল মাত্র ৪-৬ মাস বিধায় পোনার আকার ৫-৬ ইঞ্চি বা এর চেয়ে বড় হতে হবে এবং তা মান সম্মত হতে হবে। সরপুঁটির পোনা ৩ ইঞ্চি হলে ভাল। প্রতি শতকে ৫০-৬০ টি পোনা মজুদ করা যেতে পারে যার বিস্তারিত নীচের সরণিতে প্রদান করা হলো:-

প্রজাতি	পোনার আকার (ইঞ্চি)	পোনা মজুদ (সংখ্যা/শতক)
সিলভার কার্প	৫-৬	১৫-১৬
কাতলা	৫-৬	৩-৫
রুই	৫-৬	৫-৬
মৃগেল	৫-৬	৩-৫
কমনকার্প	৫-৬	৫-৭
সরপুঁটি	৩-৪	১৫-১৬
গ্রাসকার্প	৭-৮	৪-৫
	মোট	৫০-৬০

ঠান্ডা আবহাওয়ায় দিনের যে কোন সময়ে প্লাবনভূমিতে মাছের পোনা মজুদ করা যায়। তবে সকাল অথবা বিকালে পোনা মজুদ করাই উত্তম। দুপুরের রোদ, মেঘলা দিন বা ভ্যাপসা আবহাওয়ায় বিশেষত নিম্নচাপের সময় মাছের পোনা মজুদ করা উচিত নয়।

৫. খাদ্য ব্যবস্থাপনা

আমাদের দেশের প্লাবনভূমিগুলোতে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক খাদ্য বিদ্যমান থাকে। তদুপরি স্বল্প সময়ে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়ার জন্য পরিমাণমত সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা প্রয়োজন। খাবারগুলো হলো-চাউলের কুড়া, গমের ভুষি, সরিষার খৈল, চিটা গুড় অথবা মিল কারখানার তৈরী দানাদার খাবার। দানাদার খাবার সরাসরি প্রয়োগ করা যায়। চাউলের কুড়া, গমের ভুষি, সরিষার খৈল ও চিটা গুড় খাবার হিসাবে ব্যবহার করতে হলে প্রথমে খৈল পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। খৈল পানিতে গলে গেলে তাতে পরিমাণ মত চাউলের কুড়া, গমের ভুষি, ও চিটা গুড় মিশিয়ে মন্ড বানিয়ে তাদ্বারা ছোট ছোট বল বানিয়ে পানিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য মজুদকৃত মাছের মোট দৈহিক ওজনের ৩-৫% হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা ভাল। কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে খাদ্যে আমিষের মাত্রা ২৫-৩০% হতে হবে। মাছ সাধারণত দিনের বেলায় খাদ্য গ্রহণ করে। সে কারণে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় খাবার সমান দু'ভাগ করে এক ভাগ সকাল ১০-১১ টায় এবং অপর ভাগ বিকেল ৩-৪ টায় প্রয়োগ করতে হবে। খাদ্যের অপচয় রোধ এবং পানির পরিবেশ ভাল রাখার জন্য খাদ্যদানীতে খাদ্য প্রয়োগ করা অতি উত্তম। তবে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে:-

- খাদ্যের সঠিক মাত্রা
- খাদ্য প্রয়োগের নির্দিষ্ট সময়
- খাদ্য প্রয়োগের নির্দিষ্ট স্থান

৬. মজুদ পরবর্তী সার প্রয়োগ

জলাশয়ে প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন পর্যাপ্ত রাখার জন্য পোনা মজুদের পর নিয়মিত সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। ১৫ দিন অন্তর প্রতি শতাংশে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২ কেজি কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করতে হবে।

৭. নমুনায়ন

পোনা মজুদের পর থেকে প্রতি মাসে অন্তত ১ বার করে মাছের নমুনায়ন করতে হবে এবং তদানুযায়ী বর্ধিত খাবারের পরিমাণ ঠিক করতে হবে। এতে মাছের সংখ্যা, বৃদ্ধি, সুস্থ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায় এবং সে প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়।

৮. আংশিক আহরণ

মজুদকৃত সকল মাছ সমহারে বৃদ্ধি পায়না বিধায় কিছু মাছ তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। তাই মজুদের ৩-৪ মাস পরে যে সব মাছ তুলনামূলকভাবে বেশী বড় হয়ে যায় সেগুলি আহরণ করতে হবে। এ প্রক্রিয়াকেই আংশিক আহরণ বলা হয়। আংশিক আহরণের পর যতটি মাছ আহরণ করা হয় তৎসহ শতকরা ২৫ টি অতিরিক্ত মাছ পুনরায় মজুদ করতে হবে এবং পুরাপুরি মাছ আহরণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। এতে বিনিয়োগকৃত পুঁজির একটি বড় অংশ আগে ভাগেই হাতে চলে আসে, ছোট মাছগুলো পর্যাপ্ত খাবার ও জায়গা পেয়ে দ্রুত বড় হয়ে ওঠে, ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমে যায় এবং রোগবালাইসহ অন্যান্য ঝুঁকি কমে যায়।

৯. শীতপূর্ব চুন প্রয়োগ

মাছের রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানো ও ঝুঁকি এড়ানোর জন্য অক্টোবর মাসে প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তাতে মাছের রোগ জীবানু মারা যাবে ও মাছের দৈহিক বৃদ্ধি ত্বড়ান্বিত হবে।

১০. মাছ আহরণ ও বিক্রয়

মাছ আহরণের পূর্বে অবশ্যই বাজারজাতকরণের সুব্যবস্থা করতে হবে। কোন কোন বাজারে মাছ বাজারজাত করা হবে, কার মাধ্যমে করা হবে তা আগেই নির্ধারণ করতে হবে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে মাছের বাজার চাহিদা ভাল থাকে বলে এ মাসে মাছ পুরোপুরি আহরণ করে বিক্রয় করলে ভাল মূল্য পাওয়া যেতে পারে।

১১. রেজিস্টার সংরক্ষণ

সমাজভিত্তিক মাছ চাষ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকলে এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ টেকসই হয় না। সেজন্য প্রতিটি কার্যক্রমের বিবরণ রেজিষ্টারে রেকর্ড করা ও তা সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। প্রতিটি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজন বোধে আলাদা আলাদা রেজিস্টার ব্যবহার করতে হবে।

১২. আয় ব্যয়ের হিসাব ও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ

রেজিষ্টারে লিখিত তথ্যাদির আলোকে কার্যক্রমের আয় ও ব্যয়ের হিসাব করে লাভ ও ক্ষতি নির্ধারণ করতে হবে। তাছাড়া চলমান কার্যক্রমের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে।

সংযোজনী-১

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য সম্ভাব্য সুফলভোগী ও উপযোগী জলাশয়ের জরিপ

সাধারণ তথ্য
উপ-প্রকল্পের নাম ঃ
জেলা ঃ
উপ-জেলা ঃ
ইউনিয়ন ঃ
গ্রাম ঃ
সুফলভোগীদের নাম ঃ
মোবাইল নং ঃ
লিঙ্গ:- পুরুষ / মহিলা ঃ
বয়স ঃ
সুফলভোগীদের ঠিকানা ঃ
পিতার / স্বামীর নাম ঃ
পরিবারের সদস্য সংখ্যা ঃ
সফলভোগীদের পেশা ঃ
কৃষক (টিক চিহ্ন দিন) ঃ
মৎস্যজীবি (টিক চিহ্ন দিন) ঃ
মৎস্য চাষী (টিক চিহ্ন দিন) ঃ
প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ঃ
অন্যান্য (নির্দিষ্ট করে লিখুন) ঃ
সুফলভোগীদের আয় ঃ
বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ (টাকা/বৎসর) ঃ
অন্যান্য পেশা থেকে আয় (টাকা/বৎসর) ঃ
সুফলভোগীর বাৎসরিক গড় আয় (টাকা) ঃ
সুফলভোগীদের জমির প্রাপ্যতা বিষয়ক তথ্যাদি (শতাংশ) ঃ
বাড়ীর আঙ্গিনা ঃ
চাষযোগ্য ঃ
পুকুর ঃ
প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ ঃ
প্লাবনভূমির সম্ভাব্য উপযোগী স্থানের অবস্থা ঃ
প্লাবনভূমির আয়তন (শতাংশ) ঃ
গ্রীষ্মকালীন প্লাবন ভূমির জলায়তন (শতাংশ) ঃ
গ্রীষ্মকালীন প্লাবন ভূমির গভীরতা (ফুট) ঃ
প্লাবনভূমির মালিকানার ধরণ (সরকারী / বেসরকারী) ঃ
বর্ষাকালে প্লাবিত হয় কিনা (হ্যাঁ / না) ঃ
প্লাবনভূমির নিকটবর্তী প্রকল্প কর্তৃক নির্বাচিত বিলের নাম ঃ
প্লাবনভূমির নিকটবর্তী প্রকল্প কর্তৃক নির্বাচিত রাস্তার নাম ঃ
প্লাবনভূমির নিকটবর্তী হ্যাচারী ও নার্সারীর সংখ্যা ঃ
প্লাবনভূমির গত বছরের উৎপাদন (কি:গ্রা:/একরে) ঃ
প্রয়োজনে অতিরিক্ত সীট ব্যবহার করুন ঃ

সংযোজনী-২

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত সুফলভোগীদের অগ্রাধিকার তালিকা

উপ-প্রকল্পের নাম	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	সুফলভোগীর নাম	লিঙ্গ পুঃ মঃ	বয়স (বছর)	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	জাতীয় পরিচয় পত্র নং	পিতা/স্বামীর নাম	পরিবারের সদস্য সংখ্যা	সুফলভোগী সংক্রান্ত		প্লাবন ভূমি সম্পর্কীয়												
												পেশা	বাৎসরিক আয় (টাঃ)	মোট জমির পরিমান (শতাংশ)	প্লাবন ভূমির আয়তন (শতাংশ)		পানির গভীরতা (ফুট)		মালিকানা			নিকটস্থ প্রকল্পের বিল	নিকটস্থ প্রকল্পের রাস্তা		উৎপাদন (কিঃগ্রাঃ/একর)
															বর্ষাকাল	শীত কাল	বর্ষা	শীত	সরকারী	বেসরকারী	সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	নাম	

এসও (মৎস্য) এসএমএস (মৎস্য) উপজেলা প্রকৌশলী

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দল গঠন

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দলের নাম ঃ ....

গ্রামের নাম ঃ ....

ইউনিয়ন ঃ ....

উপজেলা ঃ ....

জেলা ঃ ....

সংগঠনের নাম ঃ ....

সভাপতির নাম ঃ ....

ব্যাংক একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

ক) হিসাবের নাম ঃ ....

খ) হিসাব নম্বর ঃ ....

গ) শাখা ঃ ....

ঘ) ব্যাংকের নাম ঃ ....

ঙ) একাউন্ট পরিচালনাকারী ঃ ....

ক্র. নং	প্লাবনভূমিতে মাছ চাষী দলের নাম	পিতা/স্বামীর নাম	গ্রামের নাম	পেশা	পদবী	স্বাক্ষর	মন্তব্য

স্বাক্ষর ঃ
এসএমএস (মৎস্য)
এইচএফএমএলআইপি, এলজিইডি।
(অফিসিয়াল সীল)

স্বাক্ষর ঃ
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি।
(অফিসিয়াল সীল)

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্লাবনভূমিতে জলাশয়ের মালিক / ইজারা দাতা ও সুফলভোগীর মধ্যে চুক্তিপত্র

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিম্নবর্নিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অদ্য ------------ইং তারিখে একটি চুক্তিনামা সম্পাদিত হলো।

প্রথম পক্ষ			
জলাশয়ের মালিক ঃ	পিতার নাম ঃ	দাগ নং	জমির পারমান

দ্বিতীয় পক্ষ					
ইজারা গ্রহিতা (সুফলভোগী দলের নাম)ঃ	পিতার নামঃ				
সভাপতি	গ্রাম	ইউনিয়নঃ	মৌজাঃ	উপজেলাঃ	জেলাঃ
সম্পাদক					

আমরা ১ম পক্ষ উপরে বর্ণিত দাগে আমাদের মোট -------------শতাংশ জমি সহ জলাশয় যাহা আমরা সাংসারিক নানাবিধ কাজের জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন হওয়ায় এবং ২য় পক্ষ হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য জলাশয়টি ---------ইং তারিখ থেকে ৩ বছরের জন্য ইজারা নেয়ার জন্য আমাদের নিকট (১ম পক্ষ) প্রস্তাব করলে আমরা উক্ত প্রস্তাবে রাজি হইলে আমাদের উভয় পক্ষের সমঝোতায় জলাশয়টি প্রতি বছর -------টাকা ইজারা মূল্যে ৩ বছরের জন্য ইজারা মূল্য --------টাকা ধার্য করা হয়। প্রথম বছরের ইজারা মূল্য বাবদ-------টাকা মাত্র ২য় পক্ষের নিকট হতে আমরা (১ম পক্ষ) নগদে বুঝিয়া পেয়ে এবং বাকী ইজারা মূল্য প্রতি বছর ---------টাকা পরিশোধ করার শর্তে আমরা (১ম পক্ষ) স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও অন্যের বিনা প্ররোচনায় জলাশয়টির দখল অদ্য ----------ইং তারিখ হতে ৩ বছরের জন্য বুঝিয়ে দিয়ে ও ২য় পক্ষ উক্ত জলাশয়টির দখল বুঝিয়ে পেয়ে নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে চুক্তিবদ্ধ হলাম এবং অত্র চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করলাম।

শর্তাবলী

১. প্রতি বছরের ইজারা মূল্য প্রতি বাংলা বছরের প্রথম মাসেই পরিশোধ করতে হবে;
২. ১ম পক্ষ ইজারা মেয়াদ কালীন সময়ে প্লাবনভূমির দখল অন্য কারও নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন না;
৩. ২য় পক্ষ সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী উক্ত প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ করতে পারবেন এবং বিক্রয়লব্ধ মাছের অর্থের মধ্যে ১ম পক্ষের কোন দাবী দাওয়া থাকবে না;
৪. ১ম পক্ষ ২য় পক্ষকে উক্ত প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ রক্ষণাবেক্ষণ সহ সকল ধরনের কাজে সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবেন;
৫. ২য় পক্ষ উক্ত প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুসরন করতে বাধ্য থাকবেন;
৬. চুক্তিপত্রে উল্লেখিত ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার পর জলাশয়টি আপনা আপনি ১ম পক্ষের অনুকূলে চলে যাবে।

ইজারা দাতা/ প্লাবনভূমির মালিক (১ম পক্ষ)

১	
২	
৩	
৪	
৫	
৬	
৭	
৮	

ইজারা গ্রহিতা (২য় পক্ষ)
দলের পক্ষে
সভাপতি..................
সম্পাদক..................

সাক্ষীগণ ঃ
হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের পক্ষে ঃ
নাম ঃ
পদবী ঃ
কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ
উপজেলা মৎস্য দপ্তরের পক্ষে ঃ
নাম ঃ
পদবী ঃ
কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্প ও সুফলভোগীর মধ্যে চুক্তিপত্র

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিম্ন বর্নিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে অদ্য ------------ইং তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো।

প্রথম পক্ষ

সুফলভোগী দলের নামঃ ---

সুফলভোগী দলের সভাপতির নাম ঃ ---

সুফলভোগী দলের সম্পাদকের নাম ঃ --

গ্রামঃ -----------; ইউনিয়নঃ ------------------মৌজাঃ -------------------- উপজেলাঃ ------------ জেলা ঃ -----------

দ্বিতীয় পক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলী

এলজিইডি,

জেলা ঃ-----------------

আমরা ১ম পক্ষ নিম্ন বর্ণিত তফসিলে আমাদের মোট---------শতাংশ প্লাবনভূমির বৈধ মালিক/ইজারাদার । ২য় পক্ষ হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মাছ চাষের জন্য ---------ইং তারিখ থেকে ৩ বছরের জন্য প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষের প্রস্তাব করলে আমরা উক্ত প্রস্তাবে রাজি হলে আমাদের উভয় পক্ষের সমঝোতায় প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য প্রকল্প থেকে --------- টাকা সুদ মুক্ত ঋণ গ্রহন করতে রাজি হই। নিম্ন বর্নিত শর্ত সাপেক্ষে আমরা (১ম ও ২য় পক্ষ) স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও অন্যের বিনা প্ররোচনায় প্লাবনভূমির দখল অদ্য ----------ইং তারিখ হতে ৩ বছরের জন্য নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে চুক্তিবদ্ধ হলাম এবং অত্র চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করলাম।

শর্তাবলী

১. বরাদ্ধকৃত টাকার খাতওয়ারী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় প্রথম পক্ষ সমুদয় অর্থ ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকবে;
২. ১ম পক্ষ ইজারা মেয়াদ কালীন সময়ে প্লাবনভূমির দখল অন্য কারও নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন না;
৩. ১ম পক্ষ প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী উক্ত প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ করতে পারবেন এবং বিক্রয়লব্ধ মাছের লভ্যাংশের মধ্যে ২য় পক্ষের কোন দাবী দাওয়া থাকবে না;
৪. ২য় পক্ষ ১ম পক্ষকে উক্ত জলাশয়টিতে মাছ চাষ রক্ষণাবেক্ষণে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবেন;
৫. ১ম পক্ষ উক্ত প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবেন;
৬. মৎস্য আহরণের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা ৪০-৫০ভাগ অর্থ সুফলভোগীদের ব্যাংক হিসেবে জমা করতে হবে।

তফসিল ঃ

প্রথম পক্ষ			
জলাশয়ের মালিক /ইজারা দাতা ঃ	পিতার নাম ঃ	দাগ নং	জমির পরিমান

অর্থদাতা (২য় পক্ষ)

নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি।

স্বাক্ষীগণ ঃ

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের পক্ষে ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ

উপজেলা মৎস্য দপ্তরের পক্ষে ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ

পদবী ঃ

কর্মস্থল ও ঠিকানা ঃ

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মাস ঃ অর্থ বছর ঃ তারিখ ঃ

উপজেলা ঃ জেলা ঃ

ক্র. নং	সুফলভোগী দলের নাম	ইউনিয়ন	গ্রাম	প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ কার্যক্রমের নাম	মাছ চাষের জন্য অনুমোদিত বাজেট (টাকা)	ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ (টাকা)	সম্পাদিত কাজ ও খরচকৃত টাকা (ক্রমপুঞ্জিত)		সুফলভোগী সংক্রান্ত			মন্তব্য
							কাজের বর্ণণা	টাকা	পুরুষ	মহিলা	মোট	

এসও (মৎস্য)
উপজেলা প্রকৌশলী
প্রকল্প সমন্বয়কারী

এসএমএস (মৎস্য)
সিআরএমসিই
নির্বাহী প্রকৌশলী

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রারম্ভিক তথ্য সংগ্রহ ছকপত্র

১। পরিবার প্রধানের নাম ঃ............... ২। পিতা/স্বামীর নাম ঃ...................

৩। উত্তর দাতার নামঃ.. ।

৪। ঠিকানাঃ গ্রাম ঃ........ইউনিয়ন ঃ...........উপজেলা ঃ..........জেলা ঃ............

৫। এফপিএফসিজি সদস্যের নামঃ............., এফপিএফসিজি এর নাম ঃ..............

এফপিএফসিজি এর সদস্য হওয়ার তারিখঃ...., এফপিএফসিজি তে তার অবস্থানঃ সভাপতি /সম্পাদক /সদস্য ।

৬। পরিবারের সদস্যদের বিস্তারিত তথ্যঃ

ক্র. নং	নাম	পরিবার প্রধানের সাথে সম্পর্ক	বয়স	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিশেষ কোন কাজের পারদর্শিতা	পেশা		মাসিক আয় (টাকা)
							মূল	অতিরিক্ত	
							পরিবারের মাসিক মোট আয় (টাকা)ঃ পরিবারের বাৎসরিক মোট আয় (টাকা)ঃ		

৭। পরিবারের আয়ের উৎসঃ

ক্র. নং উৎস্য বাৎসরিক আয় (টাকা)

ক. কৃষি

খ. চাকুরী

গ. কৃষি শ্রমিক

ঘ. অন্যান্য কাজের শ্রমিক

ঙ. মৎস্য আহরণ

চ. মৎস্য চাষ

ছ. মাছের ব্যবসা

জ. প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ

ঝ. হস্ত শিল্প

ঞ. রিকসা চালানো

ট. নৌকা চালানো

ঠ. অন্যান্য কাজ

৮। জীবিকা অর্জনের জন্য পরিবারের সদস্যগন কি অন্য এলাকায় কাজ করতে যায় ঃ হ্যাঁ/না

ক. যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে কতজন সদস্য এলাকার বাহিরে যায় এবং তার মধ্যে কতজন পুরুষ ও কতজন মহিলা ঃ

খ. বৎসরের কত মাস অন্য এলাকায় অবস্থান করেন ঃ

গ. অবস্থানকালীন মাসের নাম ঃ

৯. সম্পদের মালিকানা

সম্পদের বর্ণনা	সংখ্যা	মালিকানা (পুঃ/মঃ যৌথ)
মটর সাইকেল		
সাইকেল		
নৌকা		
গবাদি পশু (গরু, ছাগল,ভেড়া, মহিষ, ঘোড়া)		
অগভীর যন্ত্রপাতি		
যান্ত্রিক লাঙ্গল		
ধান মাড়ানো যন্ত্র		
টিভি		
অলংকারাদি		
সেলাই মেশিন		
খাট		
মোবাইল ফোন(সাধারণ/ উন্নতমানের)		
আলমারি/সোকেজ		
গরু/ঘোড়া/মহিষের গাড়ী		
বৈদ্যুতিক পাখা		
গাছপালা		
অন্যান্য (নামসহ)		
১০. জমির মালিকানাঃ		
জমির ধরন	**জমির পরিমান**	**মালিকানা (পুঃ/মঃ যৌথ)**
ক. নিজস্ব জমি		
বসত বাড়ীর জমি		
চাষ যোগ্য জমি		
পুকুর/দিঘী/ডোবা		
খ. অন্যান্য জমি (বর্গা নেয়া/বন্ধকী/ভাড়া নেয়া		
গ. বর্গা দেয়া/বন্ধক দেয়া/ ভাড়া দেয়া		
মোট ঃ		
মোট চাষ যোগ্য জমি ঃ		
জমির মোট মূল্য ঃ		

১১. গবাদি পশু পাখির মালিকানা

বর্ণনা	মোট সংখ্যা		
গাভী/মহিষ (বাচ্চাসহ)	নিজস্ব	বর্গা	মোট
ষাঁড়			
ভেড়া ও ছাগল			
হাঁস ও মুরগী			
অন্যান্য			
মোট মূল্য (টাকা)ঃ			
১২. বাড়ী/ঘরের অবস্থাঃ			
ঘরের ধরণ	সংখ্যা	কক্ষের সংখ্যা	
খড়ের /পাতার			
টিনের			
আঁধা পাকা			
পাকা			
মোট ঃ			

১৩. পানীয় জলের উৎস্যঃ নলকূপ/কুয়া/পুকুর/নদী/খাল (প্রয়োজনীয় স্থানে টিক দিন)
ক) নিজের বসত বাড়ীতে স্থাপিত নলকূপ থেকেঃ হ্যাঁ/না
খ) যদি উত্তর না হয়, তাহলে পানীয় জল সংগ্রহ করতে কত সময় লাগে?......মিনিট

১৪। পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ঃ খোলা মাঠে/ স্ল্যাব রিংয়ের পায়খানায়/স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানায়/কোনটিতেই না।

১৪. ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত ঃ

ফসল		জমির পরিমাণ (শতাংশ)	মোট উৎপাদন (মন/কেজি) (একরে)	মূল্য (টাকা)
ধান				
শাক সব্জি	বাড়ীর আঙ্গিনায়			
	মাঠে			
অন্যান্য ফসল				
মাছ	পুকুর /দিঘী/ডোবা			
	খাল, বিল, নদী, হাওর			

ক. বৎসরের কোন মাসে খাদ্যের অভাব হয় কিনা? হ্যাঁ/নাঃ উত্তর হ্যাঁ হলে মাসের নাম লিখুন

খ. প্রতি মাসে নিম্নোক্ত খাবারগুলি কতবার খায়, তা লিখুন

খাবারের নাম	খাবার গ্রহণের সংখ্যা
মাংস	
ডিম	
দুধ	
মাছ	
ডাল	
শাকসব্জি	
ফল-মূল	

গ. দৈনিক খাবার গ্রহনের সংখ্যা (দয়া করে টিক চিহ্ন দিন)

- দৈনিক তিনবার
- দৈনিক দুইবার
- দৈনিক একবার

১৬. ঋণ গ্রহণ

বৎসরে কত বার	মোট পরিমাণ (টাকা)	প্রদত্ত বাৎসরিক সুদের হার

১৭. বাৎসরিক খরচ

খরচের বিষয়	টাকা পরিমান	খরচ করেছেন	
খাবার		পুরুষ	মহিলা
কাপড় চোপড়			
ঘর বাড়ী নির্মাণ/মেরামত			
শিক্ষা			
চিকিৎসা ও ঔষধ পত্র			
উৎসব/পার্বন			
দান করা			
পানীয় জল			
পয়ঃ প্রণালী			
অন্যান্যঃ			

১৮. মহিলাদের গতিশীলতা

স্থান	মাসে একবার/একাধিক বার	মাসে একবারের কম	কখনো না
হাট/বাজার			
ব্যাংক			
বিদ্যালয়			
ডাকঘর			
ভূমি অফিস			
ইউনিয়ন পরিষদ			
উপ-জেলা পরিষদ/শহর			
হাসপাতাল/ক্লিনিক			
অন্যান্য			

১৯. ঘর বাড়ীতে বিদ্যমান আলোর উৎস

ডিজেল/ কেরোসিন	জেনারেটর থেকে বিদ্যুৎ	কম মাত্রার বিদ্যুৎ	মাঝারী বা উচ্চ মাত্রার বিদ্যুৎ	সৌর বিদ্যুৎ	মোমবাতির আলো

২০. গত ১২ মাসের মধ্যে আপনার পরিবারের কোন সদস্য কতবার রোগাক্রান্ত হয়েছে ?

কখনো না	একবার বা দুই বার	মাসে একবার	মাসে অনেক বার	প্রতি সপ্তাহে একবার	সাপ্তাহে একাধিক বার	জানা নেই

২১. পাঁচ বছর এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী ছেলে-মেয়েদের বিষয়ে কিছু তথ্যাদিঃ

(কেবল মাত্র পাঁচ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য)।

আইড কোড নং	ছেলে-মেয়েদের নামের ১ম অংশ	লিঙ্গ		জন্ম তারিখ (দিন/মাস/বছর)	বয়স (মাস)	উচ্চতা (সে.মি)	এমইউএসি (এমএল)	ওজন (কেজি)
		পুঃ	মাঃ					

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের বাজেট ও উৎপাদন পরিকল্পনার ছক

সাধারণ তথ্যাবলী:

১। সংগঠনের নাম ঃ

২। প্লাবনভূমিতে মাছ চাষের জন্য প্রস্তাবিত আয়তন ঃ

৩। অবস্থান ঃ গ্রামঃ ------------- ইউনিয়ন ঃ ----------- উপজেলাঃ----------- জেলাঃ--------------

৪। সদস্য সংখ্যাঃ পুরুষঃ -------------- মহিলা ঃ -----------

ক্র. নং	কাজের বিবরণ	একক সংখ্যা/পরিমাণ	একক ব্যয়	সুফলভোগী কর্তৃক যোগান (টাকা)	প্রকল্প কর্তৃক যোগান (টাকা)	মোটব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
১	প্লাবনভূমির জমির ভাড়া বাবদ ৬ মাসের জন্য (এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর)						সুফলভোগী
২	পাড় মেরামত ও আগাছা পরিস্কার						প্রকল্প ও সুফলভোগী
৩	বিলের মুখে বাশের বানা, লোহার বানা তৈরি ও জাল দেয়া বাবদ খরচ						প্রকল্প ও সুফলভোগী
৪	নৌকা ক্রয়						প্রকল্প ও সুফলভোগী
৫	জাল ক্রয় (মাছধরার জন্য)						প্রকল্প ও সুফলভোগী
৬	ওজন মাপার স্কেল, ক্যারেট, চাড়ি, বালতি, বোল, কারেন্টের তার, বাল্ব ইত্যাদি						প্রকল্প ও সুফলভোগী
৭	বিবিধ খরচ (খাতাপত্র ও কলম ইত্যাদি)						প্রকল্প ও সুফলভোগী
	পমোট ১ =						

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ সংক্রান্ত বাজেট: চলতি খরচ

ক্র. নং	কাজের বিবরণ	একক	একক সংখ্যা/ পরিমাণ	একক ব্যয়- (টাকা)	এক শতাংশে মোটব্যয়- (টাকা)	সুফলভোগী কর্তৃক যোগান (টাকা)	প্রকল্প কর্তৃক যোগান (টাকা)	প্লাবনভূমিতে মোটব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
	প্লাবনভূমি প্রস্তুতি	-	-						-
৮	জলাশয়ে চুন প্রয়োগ (প্রতি শতাংশে) প্রস্তুতি ও পরবর্তী	কেজি							প্রকল্প ও সুফলভোগী
৯	পোনা সংগ্রহ ও মজুদ করা	-							প্রকল্প ও সুফলভোগী
ক	সিলভার (৫-৬ ইঞ্চি)	সংখ্যা/ শতকে							প্রকল্প ও সুফলভোগী
খ	কাতলা (৫-৬ ইঞ্চি)	সংখ্যা/ শতকে							প্রকল্প ও সুফলভোগী
গ	রুই (৫-৬ ইঞ্চি)	সংখ্যা/ শতকে							প্রকল্প ও সুফলভোগী
ঘ	কার্পিও (৫-৬ ইঞ্চি)	সংখ্যা/ শতকে							প্রকল্প ও সুফলভোগী
ঙ	মৃগেল (৫-৬ ইঞ্চি)	সংখ্যা/ শতকে							প্রকল্প ও সুফলভোগী
১০	মাছ ধরা ও বিক্রি বাবদ	সর্বসাকুল্যে							সুফলভোগী
১১	মাছের সম্পূরক খাবার প্রয়োগ	সর্বসাকুল্যে							-
ক	১ম কিস্তি (গ্রোয়ার)	কেজি							প্রকল্প ও সুফলভোগী
খ	২য় কিস্তি (গ্রোয়ার)	কেজি							প্রকল্প ও সুফলভোগী
গ	৩য় কিস্তি (গ্রোয়ার)	কেজি							প্রকল্প ও সুফলভোগী
১২	প্লাবনভূমিতে পাহাড়া ও মাছের খাবার দেয়া								প্রকল্প ও সুফলভোগী
উপমোট ২=									
উপমোট ১ =									
	সর্বমোট =								

সর্বমোট (কথায়) :

প্রস্তুতকারী

এসও (মৎস্য) প্রকল্প সমন্বয়কারী এইচএফএমএলআইপি, এলজিইডি	এসএমএস (মৎস্য) উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি	এফএস (মৎস্য) সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী এলজিইডি	সিআরএমসিই নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ এর উৎপাদন পরিকল্পনা : মার্চ-সেপ্টেম্বর ২০১৭

ক্র. নং	প্রজাতির নাম	প্রতি শতাংশে মাছের সংখ্যা	মোট জলায়াতনে মাছের সংখ্যা	১০% মৃত মাছের সংখ্যা	বিক্রি উপযোগী মাছের সংখ্যা	প্রতিটি মাছের গড় ওজন (কেজি)	মোট মাছের ওজন (কেজি)	মাছের মূল্য টাকা/কেজি	মোট টাকা	মন্তব্য
১	সিলভার	৩								
২	কাতলা	১								
৩	রুই	৪								
৪	কার্পিও	৩								
৫	মৃগেল	১								
মোট =		১২								

প্লাবনভূমিতে মাছ চাষ এর লাভ ক্ষতি হিসাব নিরূপণ ঃ

মোট লাভ =	মোট মাছের বিক্রয় মূল্য - মোট খরচ